দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2-9-০৭ 2012 ...
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৪

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ

টাকার বিনিময়ে সনদ দেয় প্রতিষ্ঠানটি : তদন্ত কমিশন

■ নিজামুল হক

নানা অনিয়ম-দুর্নীতি ও সনদ বাণিজ্যের ঘটনায় অভিযুক্ত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়ার সুপারিশ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। বিশ্ববিদ্যালয়টি অর্থের বিনিময়ে সনদ বিক্রি করছে এবং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের বিভিন্ন ধারা লংঘন করেছে-এমন অভিযোগের প্রমাণ পেয়ে কমিশন প্রতিষ্ঠানটি বন্ধের সুপারিশ করে।

কমিটির তদন্তে দেখা যায়, অযোগ্য শিক্ষক দ্বারা শিক্ষাদান, তৃতীয় ও দ্বিতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের নামমাত্র পাঠদান, পরীক্ষা গ্রহণ না করে বিভিন্ন কোর্সের সনদ দেয় বিশ্ববিদ্যালয়টি। এ কারণে ১৯৯২ সালের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৭ ধারা, ২০১০ সালের আইনের ৬ ধারার বিধান লঙ্ঘন এবং ৩৬ ধারার বিধান পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

২৪ পৃষ্ঠার পর

অনুসারে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টির সাময়িক অনুমতি প্রত্যাহার বা বাতিল করা আবশ্যক বলে কমিটি মনে করে। তবে উপরোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিস দেয়ার কথাও বলা হয় সুপারিশে।

গত বছরের অক্টোবরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কাজী এবাদুল হককে প্রধান করে এক সদস্যবিশিষ্ট একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। গত মাসে কমিশন এই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা দেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০০৭ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ করে দেয়ার নির্দেশ জারি করার পর ২০০৬ সালের ২ এপ্রিল সংঘ স্মারক নিবন্ধনের মাধ্যমে গঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান সৈয়দ আলী নকী হাইকোর্ট বিভাগে ৩১৮৯/২০০৮ নং রিট দরখাস্ত দাখিল করেন। এর মাধ্যমে তারা ২৯টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা সম্পর্কে স্থগিতাদেশ লাভের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে ৩৩টি আউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করে। স্থগিতাদেশের সুযোগ নিয়ে অপর ৩টি ট্রাস্টি বোর্ড পরিচালিত ৩টি ক্যাম্পাস বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৭০টি আউটার ক্যাম্পাস চালাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কোন স্থগিতাদেশ না থাকায় সেগুলো পরিচালনা করা বেআইনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ওই দুই ব্যক্তিসহ অপর দুইটি ক্যাম্পাসে ঐ সকল পদে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দীর্ঘকাল শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা না থাকায় তদন্ত কমিশনের কাছে তাদেরকে ওইসব পদে দায়িত্ব পালনের যোগ্য মনে হয়নি। তদন্ত কমিশনের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, আউটার ক্যাম্পাস খুলে অর্থের বিনিময়ে সনদ দেয়া হচ্ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, তদন্ত কমিশন পরিদর্শনের সময় দেখতে পেয়েছে, কিছু শিক্ষক অবসরপ্রাপ্ত এবং বৃদ্ধ। অবশিষ্ট শিক্ষকের বেশিরভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য উত্তীর্ণ। শ্রেণীকক্ষে তাদের পাঠদান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বর্তমানে চারজন উপাচার্য দায়িত্ব পালন করছেন। এদের মধ্যে একজন মাসিক ৪ লাখ টাকা বেতন পান। একজনের মাসিক বেতন দেড় লাখ টাকা, আরেকজনের এক লাখ বিশ হাজার টাকা। চতুর্থজনের বেতন জানতে পারেনি কমিশন।